৬. সুখদুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়ুয়ারা কবিতাটির করুণ ভাবার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এবং অপরের প্রতি তারা আরও সহানুভূতিশীল হবে।

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকে হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে। বাবা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা, সারদা দেবী। ছোটোবেলায় কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হলেও, স্কুলের বাঁধাধরা পড়া ভালো না-লাগায় পড়া শেষ করেননি। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন বাড়ির গৃহশিক্ষকের কাছে। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যান। কিন্তু দেড় বছর বাদে পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন। ১৮৮৩ সালে, ২২ বছর বয়সে ভবতারিণী দেবীর (পরে এই নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হয়) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি: সঙ অফারিংস নামে কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা দিকে তাঁর দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক। ছোটোদের জন্য তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ: শিশু, কথা ও কাহিনি, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া প্রভৃতি। ১৯৪১ সালের ৭ অগাস্ট, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তাঁর জীবনাবসান হয়। এই কবিতাটি তাঁর ক্ষণিকা নামের কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: সুখ আর দুঃখ হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে। রথতলায় স্নানযাত্রার মেলা বসেছে। সারাদিন বৃষ্টি। দিন শেষ হয়ে এসেছে। মেলায় অনেক লোক। কেনাকাটার ভিড়। খুশির কোলাহল। সেই কোলাহলের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দময় দৃশ্য হল একটি মেয়ের হাসি। সে এক পয়সা দিয়ে তালপাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে। তার বাঁশির আওয়াজ হাজার লোকের আনন্দধ্বনি ছাপিয়ে উঠেছে।

ঠাকুর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে লোকে লোকারণ্য। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে। তার ইচ্ছে, একটি রাঙা লাঠি কিনবে। কিন্তু কেনার পয়সা নেই। সে কাতর চোখে দোকানের দিকে চেয়ে রয়েছে। ছেলেটির এই করুণ চাউনি হাজার লোকের আনন্দমেলাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। মেলার আনন্দ কোলাহল ছাপিয়ে ছেলেটির বেদনাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

রথের তলায়—রথতলায়। যেখানে রথ থাকে তার আশপাশের জায়গাকে বলে রথতলা। রথের দিন এখান থেকেই রথযাত্রা শুরু হয়

বাদল—বৃষ্টি। অন্যমানে: মেঘবৃষ্টি, বর্ষাকাল, বর্ষণ

মেলামেশা—যোগাযোগ, মিলন

নেশা—এখানে মানে, মেলায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখা ও কেনাকাটার ঝোঁক

আনন্দময়—আনন্দে পরিপূর্ণ, আনন্দদায়ক। পুংলিঙ্গ।

স্ত্রীলিঙ্গ—আনন্দময়ী

তালপাতার—তালগাছের পাতার

আনন্দস্বরে—আনন্দে পরিপূর্ণ স্বরে। স্বর = আওয়াজ।

মেয়েটি মনের খুশিতে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাই সেই খুশির ভাবটিই বাঁশির শব্দের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে

হর্ষধ্বনি—আনন্দ প্রকাশ করে এমন আওয়াজ। আনন্দসূচক শব্দ। হর্ষ = আনন্দ, ধ্বনি = আওয়াজ

ঠাকুরবাড়ি—ঠাকুর জগন্নাথদেবের মন্দির

অবিশ্রান্ত—যা থামে না। শ্রান্তিহীন, অনবরত, অবিরাম। বিপরীত শব্দ—বিশ্রান্ত

চাহি—চেয়ে থাকা। কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

নাহি—নাই। কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

নিমেষহারা—অপলক, পলকহীন, নির্নিমেষ। নিমেষ = পলক

নয়ন—চোখ

অরুণ—ঈষৎ লাল, রক্তিম। অন্য মানে সূর্য।

জটায়ু সূর্যদেবের রথের সারথি। স্ত্রীলিঙ্গ—অরুণা

করুণ—বিষণ্ণ, দুঃখজনক। বিশেষণ।

বিশেষ্য—কারুণ্য।

মেলাটিরে—স্নানযাত্রার মেলাটিকে। এখানে মানে, অস্থায়ী হাট। মেলা শব্দের অন্য অনেক মানে আছে। কয়েকটি দেখে রাখ: খোলা (চোখ মেলা), ছড়ানো (কাপড় মেলা), পাওয়া (দোকানে জিনিস মেলা), সমান হওয়া (জোড়মেলা), অনেক (মেলা লোক), সমাবেশ (পুস্তকমেলা)

ব্যাখ্যা

১. স্নানযাত্রার মেলা

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব। অর্থাৎ ওইদিন জগন্নাথদেবকে (সেই সঙ্গে সুভদ্রা, বলরাম) স্নান করানো হয়, এর ১৬ দিন পরে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে হয় রথযাত্রা। সেদিন জগন্নাথদেব রথে চড়ে মন্দির থেকে গুণ্ডিচা বাড়ি যাত্রা করেন। জগন্নাথদেবের জন্য পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে এই বিশেষ মণ্ডপটি তৈরি করেন সূর্যবংশীয় রাজা অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডিচা দেবী। জগন্নাথদেব সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর পুনর্যাত্রার (উলটোরথ) দিন আবার মন্দিরে ফিরে আসেন। এই গুণ্ডিচা যাত্রা আসলে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ি যাওয়ার উৎসব।

২. বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

তালপাতার বাঁশি কিনে মেয়েটি আনন্দে বাজাচ্ছে। বাঁশির সেই আওয়াজ মেলায়-আসা হাজার হাজার মানুষের কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে। তালপাতার বাঁশিটি সামান্য, কিন্তু সেই বাঁশির আওয়াজ যে আনন্দের পরিবেশ রচনা করেছে তা অসামান্য। মেয়েটির আনন্দের ভাগ নিয়ে মেলা এখন আনন্দময়।

৩. চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

গরিব ছেলেটি রাঙা লাঠি কিনতে পারেনি। সে অপলক চোখে দোকানের লাঠিটির দিকে চেয়ে আছে। মনের দুঃখে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মেলায় হাজার লোকের ভিড়। আনন্দ কোলাহল। কিন্তু এই একটি ছেলের দুঃখ এতবড়ো মেলার মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিয়ে মেলাটিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। ছেলেটির দুঃখের ভাগ নিয়ে মেলা এখন নিরানন্দময়।

কী শিখলে? এবং কতটা?

১. মুখে মুখে বলো:

ক) 'সুখদুঃখ' কবিতাটি কার লেখা?

খ) এই কবিতায় কোন দেবতার স্নানযাত্রার কথা বলা হচ্ছে?

গ) এই স্নানযাত্রা কবে হয়?

ঘ) 'ঠাকুরবাড়ি' কাকে বলা হচ্ছে?

ঙ) মেলায় 'হাজার লোক' মানে কি এক হাজার লোক?

২. ছোটো প্রশ্ন: অল্প কথায় উত্তর দাও

ক) স্নানযাত্রার মেলা কোথায় বসেছে?

খ) বাদল কখন থেকে শুরু হয়েছে?

গ) বাঁশিটি কীসের তৈরি?

ঘ) বাঁশিটির দাম কত?

ঙ) ছেলেটির কী কেনার ইচ্ছে ছিল?

চ) এই কবিতায় সুখী কে? দুঃখী কে?

৩. কবিতার ঘটনাগুলি এলোমেলো করে লেখা হয়েছে। পরপর সাজিয়ে লেখো— কবিতায় যেমন আছে

ক) একটি মেয়ে বাঁশি কিনে হাসিমুখে তা বাজাচ্ছে। খ) একটি ছেলে করুণ চোখে লাঠির দোকানের দিকে চেয়ে আছে। গ) রথতলায় স্নানযাত্রার মেলা। ঘ) সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ঙ) ছেলেটির দুঃখে মেলা নিরানন্দ। চ) বাঁশির স্বরে মেলা আনন্দময়।

৪. বড়ো প্রশ্ন: কবিতার সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষা ব্যবহার করে উত্তর লেখো

ক) 'সুখদুঃখ' কবিতায় দুটি আলাদা ঘটনার উল্লেখ করে কবি স্নানযাত্রার মেলার যে আনন্দ-বেদনার ছবি এঁকেছেন তা গুছিয়ে লেখো।

খ) 'স্নানযাত্রার মেলা' কী? সুখদুঃখের বিষয়টি বাদ দিয়ে রথতলায় অনুষ্ঠিত মেলাটি বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ

১. কোনটা কী পদ লিখে পদ-পরিবর্তন করো: দিন দেশ দুঃখ কাতর রাঙা স্নান

২. জোড়া শব্দের বাকি অর্ধেক পাশে বসিয়ে শব্দটি পুরো করো

স্নান .... মেশা আনন্দ .... পাতার ..... ধ্বনি

সুখ .... ধারা ঠাকুর .... হারা ..... ঠেলি

৩. গদ্য করে লেখো

ক. সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা।

খ. এক পয়সার কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

গ. বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।

৪. মিল করে শব্দ লেখো। একটি কবিতা থেকে নেবে, আর একটি মন থেকে

	কবিতা থেকে	মন থেকে
মেলা	বেলা	খেলা
হাসি	.....	.....

শেষ	.....	.....
চাহি	.....	.....
অরুণ	.....	.....

৫. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো এবং সেই শব্দটি দিয়ে একটি করে বাক্যরচন করো

তলায় সকাল খুশি আনন্দময় কিনেছে সুখ

জানতে কি?

বিষ্ণুরই আর এক নাম জগন্নাথদেব। জগন্নাথদেবের মূর্তি পুরীতে স্থাপন করেন সূর্যবংশীয় রাজা অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। জরাব্যাধের তীরের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহের অস্থি কোনো এক মহাপুরুষের হাত হয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের হাতে আসে। তিনি সেই হাড় দিয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈরি করার ভার দেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে। বিশ্বকর্মা বলেন, 'মূর্তি তৈরি করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু তৈরির সময় কেউ যদি তা দেখে ফেলে তাহলে আমি মূর্তি বানানো বন্ধ করে দেব।' ইন্দ্রদ্যুম্ন এই শর্তে রাজি হলেন। বিশ্বকর্মা দরজা বন্ধ করে মূর্তি তৈরি করতে লাগলেন। পনেরো দিন কেটে যাওয়ায় রাজা অধৈর্য হয়ে দরজা খুলে যেই সেখানে ঢুকলেন— বিশ্বকর্মা মিলিয়ে গেলেন। তখনও মূর্তির হাত-পা তৈরি হয়নি। কী আর করা যাবে। মূর্তি সেই অবস্থাতেই রইল। ব্রহ্মার আদেশে সেই অসমাপ্ত মূর্তিই জগন্নাথদেব বলে খ্যাত হলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নের তৈরি মন্দির ধ্বংস হলে নতুন মন্দির গড়েন রাজা যযাতি কেশরী। আর, আজকের যে মন্দির পুরী গেলে তোমরা দেখতে পাবে সেটি তৈরি করেন রাজা অনঙ্গ ভীমদেব ১১৯৮ সালে।

মনে রেখো, ইন্দ্রদ্যুম্নের গল্পটি পৌরাণিক গল্প। পুরীর মন্দির নিয়ে অন্য গল্পও আছে।

তুমি যদি সেই মেলায় থাকতে এবং এই দুঃখী ছেলেটিকে দেখতে পেতে, তুমি কী করতে?

ক) তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের জন্যে একটা রাঙা লাঠি কিনতে

খ) তাকে ডেকে আনতে এবং তোমার মা-বাবাকে বলতে ওকে একটা রাঙা লাঠি কিনে দেওয়ার জন্য

গ) ছেলেটিকে দেখেও না দেখার ভান করতে

৮. মোদের গরব, মোদের আশা

অতুলপ্রসাদ সেন

এই গানটি পড়ুয়ারা কবিতা হিসাবেই পড়বে। জানতে পারবে এ-দেশে জন্মে কোন কোন বিষয় নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। পড়ার পরে নিজের ভাষায় সে-সব কথা বলতে ও লিখতে পারবে।

এটি একটি গান। গান আর কবিতায় বড়ো রকমের পার্থক্য বলতে কবিতায় ভাবটি প্রকাশ করার কাজ করে কথা, আর গানে সে কাজটি করে কথা ও সুর। কখনো কবিতাটি লিখে পরে তাতে সুর যোগ করা হয়। কখনো সুরটা আগে মাথায় আসে, পরে সুর অনুযায়ী কথা বসানো হয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত— এঁরা নিজেরাই নিজেদের কবিতায় সুর দিয়েছেন বা সুর অনুসারে কবিতা লিখেছেন। তবে, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কিছু কিছু কবিতায় অন্যেরাও সুর বসিয়েছেন। আমরা এই গানটি অবশ্য কবিতা হিসেবেই পড়ব।

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।
কী জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
এমন কোথা আর আছে গো
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনলো দেশে ভক্তিধারা—
মরি হায় হায় রে!
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা!
বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন
হেম মধু বঙ্কিম নবীন
আরও কত মধুপ গো!
ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধলো সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনলো মালা জগৎ জিনে
গরব কোথায় রাখি গো!

তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে
ওই ভাষাতেই বলবো 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥

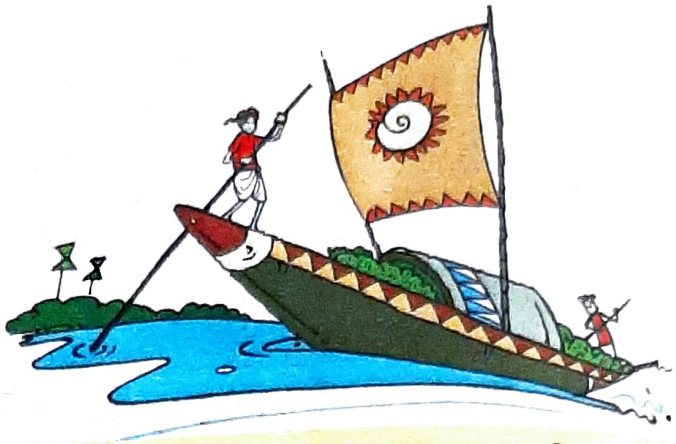

গানটি শুরু করার আগে পড়ুয়াদের বলুন যে, যদিও কবি এখানে বাংলা ভাষার গুণগান গেয়েছেন, নিজের মাতৃভাষা সবার কাছেই খুব প্রিয়। কারও ক্ষেত্রে সেটা হিন্দি। কারও ক্ষেত্রে ওড়িয়া আবার কারও ক্ষেত্রে তামিল। তাই নিজের মাতৃভাষাকে সবসময়ে সম্মান করা উচিত।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর, অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায়। বাবা, রামপ্রসাদ সেন। ছোটোবেলায় বাবা মারা যাওয়ায় মামার বাড়িতে মানুষ হন। গানের 'হাতেখড়ি' মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে। ঢাকা স্কুল থেকে ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল পড়েন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। কিছুকাল কলকাতা ও রংপুরে আইন-ব্যাবসা করে লখনউ শহরে যান। সেখানে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। লখনউ-এ যেখানে তিনি বাস করতেন, তাঁর জীবিতকালই তাঁর নামে ওই রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। উপার্জিত অর্থের অনেকটাই তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। তাঁর রচিত গানের বই : কাকলী, গীতিগুঞ্জ প্রভৃতি। ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। এই গানটি গীতিগুঞ্জ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: কবি এই কবিতায় আমাদের মাতৃভাষা বাংলার গুণগান করেছেন। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের আশা-ভরসা। মনের যাবতীয় ভাব আমরা এই ভাষাতেই প্রকাশ করি। এই ভাষায় গান গেয়ে মাঝি নৌকা বায়, কৃষক ধান কাটে, বাউল তার মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায়। গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ এই ভাষাতেই কীর্তন গেয়ে দেশে ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক এই ভাষাতেই কাব্য ও সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লাভ করছেন নোবেল পুরস্কার। জন্মগ্রহণ করে কবি এই ভাষাতেই প্রথম কথা বলেছিলেন, 'মা'। জীবনের শেষ মুহূর্তে এই ভাষাতেই 'হরি' নাম স্মরণ করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

কবিতার মূল-ভাব

বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের আশা। কেন গর্ব? কেন আশা? সেই কথাটি বোঝাবার জন্য কবি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ওই উদাহরণগুলির সাহায্যেই আমরা বুঝে নিতে পারি, বাংলা ভাষা কত বড়ো, কেন তা আমাদের ভালোবাসার ধন।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

মোদের গরব—আমাদের গর্ব। গরব কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

আ মরি—আহা! মরি মরি! আনন্দ দুঃখ, বিস্ময় প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশক অব্যয়। এখানে আনন্দসূচক

মরি হায় হায় রে—শুধু কবিতা হলে এই লাইনটির দরকার হত না, এটা গান, তাই সুরের প্রয়োজনে রাখা হয়েছে

দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা—দুঃখ, শ্রান্তি দূর করে এমন। শ্রান্তি = ক্লান্তি, অবসাদ। নাশা = যে নাশ বা ধ্বংস করে

বাংলা ভাষা—বাঙালি জাতির ভাষা

বোল—বুলি, কথা, ভাষা। হিন্দি শব্দ। অন্য মানে বাজনার গৎ (তবলার বোল), মুকুল কুঁড়ি (আমের বোল)

জাদু—মায়া, কুহক, ভেলকি, ম্যাজিক। ম্যাজিক বা কুহক যেমন আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, তেমনি বাংলা ভাষা আমাদের আকর্ষণ করে। ফারসি শব্দ

বাউল—ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সংস্কার থেকে মুক্ত সাধক সম্প্রদায়। সংগীত এঁদের সাধনার অঙ্গ। এঁরা প্রচলিত হিন্দু অথবা মুসলমান কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নন।

ভক্তিধারা—ভক্তিরসের ধারা। ভক্তি = পূজনীয়র প্রতি অনুরাগ। সেই অনুরাগ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

মধুপ—মধুকর, মৌমাছি

বীণে—বীণায়। সাতটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। সরস্বতীর প্রিয় যন্ত্র তাই তাঁর এক নাম বীণাপাণি। পাণি = হাত

জিনে—জয় করে, জিতে

চরণ-তীর্থে—চরণ = পা, তীর্থ = পুণ্যস্থান। তীর্থের মতো পবিত্র চরণে

ডাকনু—ডাকলাম

সাঙ্গ—শেষ

ব্যাখ্যা

১. তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।

নিজের দেশে থেকে মাতৃভাষায় কথা বলার মতো শান্তি আর কিছুতে নেই। মা যেমন তাঁর সন্তানকে আদর করে কোলে তুলে নেন, মাতৃভাষাও তেমনি তার সন্তানদের কোলে ঠাঁই দেয়।

২. কী জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।

বাংলা ভাষার মধ্যে যেন কোনো জাদু আছে। তাই তার আকর্ষণে নৌকোর মাঝি ভাটিয়ালি গান গেয়ে নৌকো বায়। নদীবহুল অঞ্চলের লোকসংগীত ও তার সুরকে বলে ভাটিয়ালি। ভাটার টানে নৌকো ছেড়ে দিয়ে বাংলা দেশের মাঝিরা এই সুরে গান গায়।

৩. গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

বাউলেরা নেচে নেচে একতারা বাজিয়ে গান গায়। ভিক্ষে করে। চাষি ধান কাটার গান গেয়ে ধান কাটে। জীবনযাপন যার যেমনই হোক না কেন, বাংলা গান বাংলার মানুষের সবসময়ের সঙ্গী।

৪. ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনলো দেশে ভক্তিধারা—

বাংলা ভাষায় কীর্তন গেয়ে গৌর-নিতাই ভক্তিরসের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণবধর্মের আকর্ষণে বহু মানুষ অহিংসার পথ বেছে নিয়েছেন। অন্য ধর্মের মানুষকেও 'ভাই' বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।

৫. আরও কত মধুপ গো!
ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধালো সুখে মধুর বাসা।

বাংলা ভাষা যেন মধুভরা ফুল। ফুলের মধু দিয়ে মৌমাছি যেমন মৌচাক বানায়, তেমনি বাংলা ভাষার মধু নিয়ে হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন-রবির মতো আরও কত কবি কবিতা রচনা করেছেন। এখানে কবিদের তুলনা করা হয়েছে মধুকরের সঙ্গে।

৬. বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনলো মালা জগৎ জিনে—

বাংলা ভাষা যেন সাতটি তারে বাঁধা বীণা। সেই বীণা বাজিয়ে জগৎবাসীকে মুগ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ জয়মাল্য জিতে এনেছেন। এজন্য আমাদের গর্বের সীমা নেই।

৭. সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

জন্মেই আমরা প্রথম যে কথাটি বলি তা হল 'মা'— বাংলা ভাষা। হাসি-কান্নায় ভরা আমাদের জীবন যেদিন শেষ হবে, সেদিনও ওই বাংলা ভাষাতেই 'হরি' বলে ভগবানের নাম নেবো।

কী শিখলে? এবং কতটা?

১. মুখে মুখে বলো:

ক) কবিতাটি কার লেখা?

খ) বাংলা গানে 'জাদু' আছে বলার অর্থ কী?

গ) 'বাউল' কাদের বলে?

ঘ) 'মধুপ' শব্দটি কবিতায় কী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে?

ঙ) চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, নবীন— এদের পুরো নাম কী কী?

২. ডানদিকের সঙ্গে বাঁ-দিক মিলিয়ে পাশে লেখো

ক) নিতাই গোরা	উপন্যাস লিখেছেন
খ) বঙ্কিম	কীর্তন গাইতেন
গ) মধুসূদন	নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন
ঘ) রবীন্দ্রনাথ	'মেঘনাদ বধ' লিখেছেন
ঙ) চাষি	নৌকা চালান
চ) মাঝি	চাষ করেন

৩. ছোটো প্রশ্ন : অল্প কথায় উত্তর দাও

'কী জাদু বাংলা গানে'—

ক) এই 'জাদু'র টানে মাঝি কী করেন? বাউল কী করেন? চাষি কী করেন?

খ) এই ভাষাতেই

ভক্তিধারা এনেছেন : ১ ..... ২ .....

কবিতা লিখেছেন : ১ ..... ২ ..... ৩ ..... ৪ ..... ৫ ..... ৬ .....

উপন্যাস লিখেছেন : .....

জগৎ জয় করেছেন : .....

প্রথম যে কথাটি বলেছি : .....

শেষ যে কথাটি বলব : .....

৪. বড়ো প্রশ্ন : পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের জীবনের সঙ্গে বাংলা ভাষা কোথায়, কীভাবে, কতখানি জড়িয়ে আছে— 'মোদের গরব, মোদের আশা' অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

খ) বাংলা ভাষা যে আমাদের গর্ব, আমাদের সম্পদ—পঠিত কবিতা অবলম্বনে সে কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ) 'নানান দেশে নানান ভাষা / বিনা স্বদেশি ভাষা পুরে কী আশা'— এই উক্তি কতখানি সত্য পঠিত কবিতা অবলম্বনে বিচার করো।

ব্যাকরণ

১. সমার্থক শব্দ লেখো: জাদু বোলে মধুপ জগৎ শ্রান্তি সাঙ্গ

২. অর্থের পার্থক্য বজায় রেখে বাক্যরচনা করো: আশা—আসা ভাষা—ভাসা গোরা—গোড়া বীণা—বিনা

৩. এককথায় প্রকাশ করো: যার যার নিজস্ব ভাষা | যিনি চাষ করেন | যিনি কবিতা লেখেন | যিনি নৌকা চালান

সাত তারে বাঁধা বাদ্যযন্ত্র

৪. কোনটি কী পদ পাশে লিখে পদ–পরিবর্তন করো: জগৎ দেশ দুঃখ মধুর

৫. গদ্যরূপ লেখো: মোদের কোথা জিনে গরব আজি ডাকনু

৬. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: আশা শান্তি গোরা দেশ সুখ

আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা বাংলা এবং ইংরেজি, দুটি ভাষাই প্রয়োগ করে থাকি। তোমার বন্ধুদের সাথে একটা মজার খেলা খেলতে পারো। একদিন তোমরা শুধু বাংলায় কথা বলো, কোনো অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার না করে। দেখো তো ক'জন এরকম করতে পারো।

তোমার প্রিয় বাংলা গান, গল্প কিংবা কবিতা সম্বন্ধে অল্প কথায় একটি রচনা লেখো।